4

দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 2-2 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস

শিক্ষাঙ্গনে আবার সর্বনাশা সন্ত্রাসী তৎপরতা বাড়তে শুরু করেছে। ফলে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ আবারও বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম এবং সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের কয়েকটি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গত কয়েকদিনে সংঘটিত সহিংস ঘটনাবলীই তার প্রমাণ।

ইতোমধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হল দখল ও দল বদলকে কেন্দ্র করে দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে দু'দফা সংঘর্ষ, বোমাবাজি ও গুলি বিনিময় হয়েছে। এতে আহত হয়েছে বেশ কয়েকজন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কয়েকটি হলে দু'টি ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র কর্মীদের মুখোমুখি অবস্থান, একটি ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের উপাচার্য ভবনে হামলা এবং একটি হলের প্রাধ্যক্ষের পদত্যাগের পর ক্যাম্পাস পরিস্থিতি রীতিমতো উত্তপ্ত ও বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠেছে। দিন কয়েক আগে এর চেয়েও ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে ঢাকা ও বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে আবাসিক হোস্টেলে সিট দখল নিয়ে এবং বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বার্ষিকীর পোস্টার ছিঁড়ে ফেলাকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী ছাত্র সংঘর্ষ ও বন্দুকযুদ্ধের পর কর্তৃপক্ষ কলেজ দু'টি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। এ দু'টি কলেজেও সংঘর্ষকালে প্রায় অর্ধশত ছাত্র আহত হয়েছে। একই কারণেই চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজও গত কয়েক মাসে কয়েকদফা বন্ধ রাখতে হয়েছে। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটেও হয়েছে সশস্ত্র ছাত্র সংঘর্ষ এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে একটি ছাত্র সংগঠনের আহ্বানে লাগাতার ধর্মঘট চলছে। আর সেখানেও ঘটেছে বোমাবাজির ঘটনা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, দেশের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী তৎপরতা আবার বিস্তৃত হতে শুরু করেছে।

দেশের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হল দখল কিংবা সিট দখলকে কেন্দ্র করে ইদানীং ছাত্র সংগঠনগুলো যেভাবে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, বোমাবাজি এবং বন্দুকযুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে— তাতে শিক্ষাঙ্গনের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না। কারণ সন্ত্রাসী তৎপরতার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, সন্ত্রাস কখনও এক জায়গায় কিংবা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সীমিত থাকে না। তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে সুযোগ পেলেই তা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। সুতরাং গত কয়েকদিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ এবং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনাবলীকে কোনক্রমেই খাটো করে দেখার উপায় নেই। কিংবা এ সকল ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন বা উদ্দেশ্যহীন কোন ঘটনা হিসাবে ভাববার অবকাশ নেই। এর পিছনে হয়ত আছে শিক্ষাঙ্গনে বিদ্যমান শান্তিময় পরিবেশ বিনষ্টের অদৃশ্য কোন সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র। আমরা মনে করি, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থেই অবিলম্বে শিক্ষাঙ্গন থেকে এই সকল সন্ত্রাসী তৎপরতা নির্মূল করা দরকার।

বর্তমান সরকার শিক্ষাঙ্গনসহ গোটা দেশ ও সমাজকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ। আর এ লক্ষ্যেই সরকার সন্ত্রাস দমন, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, চাঁদাবাজি, মস্তানি বন্ধের জন্য দেশব্যাপী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। সমাজবিরোধী দুষ্কৃতকারী এবং চিহ্নিত-অচিহ্নিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সরকারের এই অভিযোগ যখন ক্রমশ জোরদার ও সংহত হচ্ছে, তখন দেশের কয়েকটি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আশঙ্কাজনকভাবে সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধির ঘটনাকে কোনক্রমেই সরকারের বরদাশত করা উচিত হবে না। বরং এসব সন্ত্রাসী তৎপরতা কঠোর হস্তে দমন করবার জন্যই সরকারকে প্রয়োজনীয় সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিতে হবে। যে কোন মূল্যেই হোক, শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের ঝনঝনানি এবং অস্ত্রের মহড়া বন্ধ করতেই হবে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস চালায় যে সকল অস্ত্রধারী, তারা যে কোন ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মী বা সমর্থকই হোক না কেন, কিংবা হোক না কোন রাজনৈতিক দলের মদদপুষ্ট ছাত্রনামধারী বহিরাগত, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। অল্প কয়েকজন সন্ত্রাসীর কারণে শিক্ষাঙ্গনে অরাজক, বিশৃঙ্খল এবং নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে যেমন দেয়া যায় না, তেমনি শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিনষ্ট করার এবং সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের জীবনকে নিরাপত্তাহীন করে তোলার ন্যূনতম সময় এবং সুযোগও সন্ত্রাসীদের দেয়া যায় না। আমরা মনে করি, যে কোন মূল্যেই হোক, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বিস্তারের এই অপচেষ্টা রোধ করতে হবে এবং শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা, শান্তি-শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ন ও তার সুষ্ঠু পরিবেশ সমুন্নত রাখতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন সকল রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা গেলে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলেই শিক্ষাঙ্গনসহ সমাজের সর্বস্তর থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করা আদৌ কোন কঠিন কাজ নয়।